পাঠ পরিকল্পনা-১০ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-১ : আকাঈদ ও নৈতিক জীবন

পাঠ-১৩+১৪ : আখিরাত

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পূর্বের পাঠের পূনরুল্লেখ, পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. জান্নাত অর্থ কী? ২. আখিরাতের শুরু বা প্রথম স্তর কোনটি?
১০ মিনিট	**আখিরাতের পরিচয়** আখিরাত اٰخِرَةٌ শব্দটি اٰخَر শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো - শেষ, পরে, পরবর্তী, পরজীবন শেষ পরিণতি, শেষ ফল, সমাপ্তি, পরিণাম, উপসংহার, কিয়ামত, আখেরাত, পরকাল, পরলোক। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Last, Ultimate, extreme, end, close, conclusion, foot, bottom, forever, another, one more, the hereafter. ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভালো ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। এটাই হলো আখিরাত। মহান আল্লাহ বলেন– وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا "নিশ্চয়ই পরকালই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।" (সূরা ইসরা -২১) সর্বোপরি, মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল শুরু হয়, তাকে আখিরাত বলে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের দীর্ঘ সময়কে বলে আখিরাত। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মহাপ্রলয়, শিঙ্গায় ফুঁৎকার, পুনরুত্থান-হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, মীযান, পুল-সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। **আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব :** নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো আলোচনা করা যেতে পারে- ১. ঈমানের অন্যতম অংশ, ২. ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা, ৩. আদর্শের প্রতি সুদৃঢ় থাকার মাধ্যম, ৪. মানুষকে দায়িত্বশীল করে, ৫. সৎকর্মশীল করো তোলে, ৬. উত্তম চরিত্র গ্রহণে উৎসাহিত করে, ৭. চিরস্থায়ী সফলতা লাভ
৫ মিনিট	**আখিরাতের দুটি পর্যায়** **ক. বারযাখ অর্থ মধ্যবর্তী পর্যায়।** তথা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত বা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়। এ পর্যায়ের দুটি স্তর। মৃত্যু, কবর। **খ. কিয়ামত অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া।** অর্থাৎ মৃত থেকে পুণরায় জীবিত হয়ে বিচারের জন্য মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। মহান আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল (আ.) দুটি ফুৎকার দিবেন। এ দুই ফুৎকারের সাথে কিয়ামতের দুটি অবস্থার সৃষ্টি হবে- প্রথমত, মহাপ্রলয়। সুতরাং কিয়ামতের এক অর্থ হলো- মহাপ্রলয়, ধ্বংস। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার দিলে এ নিখিল বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, দাঁড়ানো, উঠা, পুনরুত্থান। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- resurrection, tumult, turmoil, upheaval, revolution, the day of resurrection, the day of the final judgement. মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার দিলে মানুষ কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। এ দিনকে ইয়াওমুল বাআছ বলা হয়। সকল মানুষ দাঁড়িয়ে হিসাবের জন্য হাশরের মাঠে সমবেত হবে।
১০ মিনিট	এ পর্যায়ে অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যেমন- ১. হাশর তথা বিচারের মাঠ, ২. মিযান তথা বিচার, ৩. সিরাত তথা জাহান্নামের উপর এক পরীক্ষাস্বরূপ রাস্তা, ৪. শাফায়াত : اَلشَّفَاعَةُ শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা। ইসলামি পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। নবীগণ, শহীদগণ, আলেমগণ, ফেরেশ্তাগণ এবং পবিত্র কুরআন মানুষের কল্যাণ (জান্নাতের উচুঁ স্তরে মর্যাদা বৃদ্ধির) ও ক্ষমার (জাহান্নাম থেকে মুক্তি) জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো আলোচনা করা যেতে পারে- ১. শাফায়াতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ২. পাপীরা কারো শাফায়াত পাবে না ৩. আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো শাফায়াত কবুল হবে না ৪. নবীগণ, আলেম ও শহীদের শাফায়াত ৫. ফেরেশতাদের শাফায়াত ৬. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শাফাআত ব্যতীত কল্যাণ ও সফলতা লাভ করা যাবে না ৭. যারা আল্লাহ ও রাসূলের দেখানো পথে চলবে রাসূল (সা.) তাদের জন্য শাফাআত করবেন। **শাফাআতের দুটি পর্যায়** **ক. শাফাআতে কুবরা :** এর দুটি দিক-

	১. হাশরের ময়দানে কঠিন বিপদে সকলে যখন দিশেহারা হয়ে যাবে, তখন মহানবী (সা.)-এর বিচার কার্য শুরু করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন, এটি হলো শাফাআতে কুবরা। ২. এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সা.) জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। **খ. শাফাআতে সুগরা :** হযরত মুহাম্মদ (সা.), বিভিন্ন নবী-রাসূল, ফেরেশতা, শহীদ, আলিম, হাফিজ, কুরআন, সিয়াম ইত্যাদি শাফাআতে সুগরা করতে পারবে। এর তিনটি দিক। ১. জাহান্নামের উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামে না দিয়ে জান্নাতে দেয়ার সুপারিশ। ২. জাহান্নামে যাওয়া ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে দেয়ার সুপারিশ। ৩. জান্নাতিগণের মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ। ৫. জান্নাত : আরবি শব্দ **جَنَّةٌ** (জান্নাত) একবচন। এর বহুবচন **جَنَّاتٌ** বা **جِنَانٌ** । এর শাব্দিক অর্থ হলো- মনোরম বৃক্ষরাজি, পরিপূর্ণ বাগান, বেহেশত, বাগিচা, বেহেশতের বাগান। ফারসি এবং উর্দুতে একে **بِهِشْت** (বেহেশত) এবং বাংলায় স্বর্গ বলা হলেও এ শব্দের বহুবিধ মানে রয়েছে। যেমন– (১) বৃক্ষপূর্ণ বাগান (২) পার্থিব মনোরম বাগিচা (৩) আসমানী অনুপম সৌন্দর্যময় বাগান (৪) চিরন্তন অমৃতময় শান্তিপূর্ণ অতুলনীয় আবাসস্থল (৫) এমন শান্তিময় চিরস্থায়ী ঠিকানা যেখানে মৃত্যু নেই, রোগ নেই, শোক, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, দুর্বলতা, বার্ধক্য, হিংসা, বিদ্বেষ, চিন্তা নেই। আছে অফুরন্ত শান্তি আর শান্তি, আমোদ আর প্রমোদ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- garden, paradise, inhabitant of paradise. পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষ হবার পর পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য যে অনন্তর সুখময় চিরস্থায়ী সুসজ্জিত আবাস তৈরি করে রেখেছেন তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে। জান্নাতের স্তর হলো ৮টি। যথা– ১. জান্নাতুল ফেরদাউস (**جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ**) ২. জান্নাতুল মাওয়া (**جَنَّةُ الْمَأْوٰى**) ৩. জান্নাতুল আদন (**جَنَّةُ الْعَدْنِ**) ৪. দারুল মাকাম (**دَارُ الْمَقَامِ**) ৫. দারুল কারার (**دَارُ الْقَرَارِ**) ৬. দারুস সালাম (**دَارُ السَّلَامِ**) ৭. দারুল খুলদ (**دَارُ الْخُلْدِ**) ৮. দারুন নাঈম (**دَارُ النَّعِيْمِ**)। সর্বোত্তম জান্নাত হলো জান্নাতুল ফিরদাউস। ৬. জাহান্নাম : জাহান্নাম **جَهَنَّمُ** শব্দের অর্থ অত্যধিক গভীরতা, আগুনের গর্ত, শাস্তির স্থান। জাহান্নাম শব্দটি 'জিহিন্নাম' হতে এসেছে। ফারসিতে জাহান্নামকে 'দোযখ' বলা হয়। **اَلْجَوْهَرِيُّ**-এর মতানুযায়ী 'জাহান্নাম দোযখের বিভিন্ন নামের মধ্যে হতে একটি নাম। হিব্রু ভাষায় জাহান্নাম অর্থে কিহিন্নাম (**كِهِنَّامُ**) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর আরবি প্রতিশব্দ (**نار**)। অর্থ 'নরক' জায়গা, দুঃখময় স্থান, আগুন, দাগ, দোযখ। প্রচলিত অর্থে শেষবিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী, নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহর পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য চির দুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে তাকেই জাহান্নাম বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Jahannam, Hell. ইসলামি পরিভাষায়, শেষ বিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী, নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য চির দুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, তাকেই জাহান্নাম বা দোযখ বা নরক বলা হয়। এখানে পাপীরা পাপের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে। তাদের চিরকাল এখানেই থাকতে হবে, কিছুই করার থাকবে না। এখানে মৃত্যু থাকবে না, তাই সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। জাহান্নামীদের পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান সকল কিছুই হবে শাস্তি। তাদেরকে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ধ্বংশন করবে। **জাহান্নাম ৭টি** **১. জাহান্নাম (দোযখ) :** যারা মুনাফিক ও কাফির তারা এখানে সমবেত হবে। **২. জাহীম অর্থাৎ (প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুন) :** আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার কারীরা জাহীমে প্রবেশ করবে। **৩. সা'ঈর (প্রজ্জ্বলিত শিখা) :** নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ কাফেরদের জন্যে সা'ঈর তৈরি করেছেন। **৪. সাকার (ঝলসানো আগুন) :** যারা নামায আদায় করেনি ও গরীবদেরকে খাবার দেয়নি তারা এখানে প্রবেশ করবে। **৫. হুত্বামাহ (পিষ্টকারী) :** যারা চোগলখুরী করেছে তারা উক্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে। **৬. লাযা (লেলিহান অগ্নি) :** যারা যাকাত আদায় করেনি তাদেরকে এ জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হবে। **৭. হাবীয়া :** জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর। মুনাফিকরা এখানে যাবে।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** শিক্ষক ক্লাসে বললেন "মানুষ দুনিয়াতে মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রেরিত হয়েছে। তাই নামায, রোযা, হজ্জ, দান-সদকা, সত্যবাদীতা ইত্যাদি সৎকাজের জন্য মানুষ আখিরাতে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পাবে।" শিক্ষার্থী বললো- পরকালতো দেখিনা তাহলে কি পরকাল বলতে কিছু আছে? শিক্ষক বললেন- আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সকল দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে? তাইলেই আমরা সত্যিকার ইমানদার হবো। ক. জান্নাত অর্থ কী? খ. জান্নাত কয়টি ও কি কি? গ. "আখিরাতে বিশ্বাসের উপর আমাদের জান্নাত প্রাপ্তি নির্ভরশীল"- ব্যাখ্যা কর। ঘ. যেসকল সৎকাজ আমাদেরকে জান্নাত দিতে পারে এমন ১০টি কাজ তোমার বাস্তব জীবন থেকে তুলে ধর।